

২। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ ধারাগুলোর 'নৈতিক ও আধ্যাত্মিক' শিরোনামে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে বর্তমান উদ্যোগের সরকারের মুখপাত্র জনাব মুহাম্মদ আলীর* বক্তব্য শোনা যাক : "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার/ স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যেন তা শিক্ষার্থীর সকল কর্ম ও চিন্তায় প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে এবং তার মধ্যে সামাজিক নৈতিক ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করা।"

এখানে কেবল স্রষ্টা শব্দটি অবলিখে স্থান দিয়ে অন্য ধর্মাবলী অনুসারী মানুষকেও এর আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে দায়সারা ভাব দেখিয়ে।

৩। সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের সরকারী উদ্যোগ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী একাধিকবার বলেছিলেন যে বর্তমান প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য হল সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান দূস্তর ও 'বিশাল বৈষম্য' কমিয়ে আনা। বাঃ চমৎকার কথা।

এর পাশাপাশি জেনারেল জিয়া কর্তৃক এককভাবে পরিমার্জিত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি প্রসঙ্গে সংবিধানের ৮(১ক) অনুচ্ছেদটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক : 'সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' এছারা তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষে 'বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম' এই বাক্যাংশ জুরে দিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে বাংলাদেশটি মুসলমানের দেশ।

এর পর সংবিধানে জেনারেল এরশাদ কর্তৃক অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিকভাবে সংবিধানে ২(খ) অনুচ্ছেদে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' - এই সংযোজন রাষ্ট্রটিকে ইসলামী চরিত্র প্রদানের চেষ্টা মাত্র। এর মানে কি, ইসলাম ধর্ম অশান্তিতেও পালন করা যাবে। এর ফলেই কি ইসলামী মৌলবদের সহিংস আফসান ও অভ্যুদয় দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালে ?

এই পরিবর্তন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, বহুত্ববাদীতা ও মানবতাবাদকে হত্যা করে। এ সব পরিবর্তনের ফলে প্রজাতন্ত্র এই ধারণাটি নস্যং হয়ে যায়- বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রে শুধু ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বাস করে না, কোটি কোটি অমুসলমান অধ্যুষিত আমাদের এই দেশ, - এদের অধিকার ও সেন্টিমেন্ট বা চেতনাকে অস্বীকার ও আঘাত করা হয়- যেটি প্রজাতন্ত্রী এই কনসেপ্টকে নস্যং করে দেয়। আমরা মনে করি, এই পরিবর্তন ও সংযোজন সমূহ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের অঙ্গিকার, যা ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ... ইত্যাদি) পরস্পর বিরোধী।

* ইনি অধ্যাপক, সাবেক সদস্য-শিক্ষাক্রম (NCTB), সাবেক জাতীয় পরামর্শক- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমানে সাধারণ মাধ্যমিক ত্রিমুখী শিক্ষাক্রমকে একমুখী করার নিবেদিত প্রাণ কর্মী।